চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২

মেমন হাসপাতাল পরিদর্শনে ভারপ্রাপ্ত মেয়র

স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আবদুস সবুর লিটন বলেছেন, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নগরবাসীর চিকিৎসা সেবায় চিকিৎসকদের শতভাগ উজাড় করতে হবে। মানুষের অসহায় মুহূর্তে একজন ডাক্তারই পারেন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। একজন রোগীকে সুচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে পরিবার পরিজনকে স্বস্তি দেয়ার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না। স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরে প্রসূতি মা'দের পছন্দ মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল। এ হাসপাতালকে নবরূপে সজ্জিত ও আধুনিকায়ন করে পূর্বেকার ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি চিকিৎসক, নার্সদের মানবসেবায় শতভাগ আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। আজ মঙ্গলবার সকালে চসিক পরিচালিত মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনকালে চিকিৎসক, নার্সদের উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলেন।

এসময় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলী, মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল ইনচার্জ ডা. শাহীন পারভীন, ডা. রাশেদুল ইসলাম, ডা. সৈয়দ দিদারুল মুনির রুবেল, ডা. হোসনে আরা, ডা. রুখসানা পারভীন, ডা. বাবলী মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, প্রয়াত মেয়র ও জননেতা এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানকে যে উন্নত মান ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পরবর্তীতে নানাধরণের জটিলতার কারণে এর মান ও মর্যাদা অবনমন ঘটেছে। এই ক্রম অবনতিশীল দুরবস্থা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক। তাই এ হাসপাতালকে তার চিরচেনা রূপে ফিরিয়ে নিতে নানাধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে আধুনিক গুণগতমান সম্পন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন, কেবিনগুলো সংস্কার করে উন্নত করা হয়েছে। এখানে সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স ও মুমুর্ষ রোগীর জন্য লাইফ সার্পোটেড এ্যাম্বুলেন্স'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারী হাসপাতালে এধরণের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল। তিনি চসিক জেনারেল হাসপাতালে সাধারণ রোগের চিকিৎসা, দন্ত ও প্রতিবন্ধী চিকিৎসা কর্ণারে এসে নগরবাসীদের চিকিৎসা নেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

সকালে ভারপ্রাপ্ত মেয়র মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল ও চসিক জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তারা ভারপ্রাপ্ত মেয়রকে হাসপাতালের ইপিআই কেন্দ্র, প্রসূতি রোগীদের আউটডোর, শিশু আউটডোর, জেনারেল কেবিন, ভিআইপি কেবিন, ডিলাক্স কেবিনে নিয়ে গেলে তিনি আউটডোর ও কেবিনে অবস্থানরত রোগী ও তাদের স্বজনদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং তাদের সাথে সেবা নিয়ে কথা বলেন।

রামপুর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সম্বর্ধনায় ভারপ্রাপ্ত মেয়র

সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্ব পাওয়ায় প্যানেল মেয়র-১ ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সবুর লিটনকে রামপুর ওয়ার্ড আওয়াম ীলীগ, অঙ্গ ও সংগঠন সম্বর্ধনা প্রদান করে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দীপ্ত কণ্ঠে বলতে চাই জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৩০ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবো। ছাত্রজীবন থেকে জাতির জনকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে রামপুর ওয়ার্ডকে ঢেলে সাজিয়ে একটি আধুনিক, উন্নত শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট সংস্কার ও আলোকায়ন, ড্রেন নির্মাণ ও পানি চলাচলের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আজ মঙ্গলবার বিকেলে রামপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ অঙ্গ ও সংগঠনসমূহ আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় সম্বর্ধিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আহবায়ক আলহাজ্ব আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এতে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর যুব লীগের যুগ্ম আহবায়ক দোলোয়ার হোসেন খোকা, রামপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক দিলদার খান দিলু। উপস্থিত ছিলেন- মাইনুদ্দিন শাহ খোনক, মো. ইকবাল, সাইদুর রহমান পলাশ, মাহাবুবুর রহমান মাহফুজ, নিয়াজ মোহাম্মদ আজাদ, আলাউদ্দিন আলো, মো. বেলাল, বোরহান উদ্দিন ফরহাদ, আওরঙ্গ জেব শিবলু, জাবেদ রহিম মুনসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, তাঁর মেয়াদকালের মধ্যেই এলাকার যে সমস্ত কাজ অসমাপ্ত আছে সেগুলো সম্পন্ন করে সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে আধুনিক রামপুর ওয়ার্ড হিসেবে চট্টগ্রাম নগরীতে প্রতিষ্ঠিতা করার ঘোষনা দেন। এলাকাবাসীর সুখে দুঃখে সবসময় পাশে থাকবো। ইতোমধ্যে তার নিজস্ব অর্থায়নে এলাকাবাসীর সুবিধার্থে একটি মসজিদ ও কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি এলাকাবাসীকে নালা-নর্দমায় বা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা না ফেলে ডোর টু ডোর সেবকদের হাতে ময়লা তুলে দেয়া এবং করোনা অতিমারিতে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও টিকাগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।
সংবর্ধনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও মুনাজাত পরিচালনা করেন নতুন বাজার জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ফাজর উল্লাহ।

নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সেবাই মানবতার বড় সেবা : ভারপ্রাপ্ত মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আবদুস সবুর লিটন বলেছেন, নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা। হাড় কাঁপানো এই শীতে অনেক অসহায়, দুঃস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে। তাই এই শীতে শীতার্ত হতদরিদ্র মানুষের প্রতি সমাজের সামর্থ্যবান ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করা নৈতিক দায়িত্ব। আজ মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর রুমকী সেনগুপ্তের উদ্যোগে আয়োজিত হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক কমিশনার আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব সিদ্দিকী, থ্যালসেমিয়া ওয়েলফেয়ার সেবাকেন্দ্রর সেক্রেটারী আশীষ ধর, ওয়ার্ড সচিব মো. শওকত প্রমুখ।
ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিয়ে মানবিক বাংলাদেশের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর উন্নয়ন তত্ত্ব এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রিয় বাংলাদেশ অর্জন করেছে সমৃদ্ধ ও মানবিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। তাই রাষ্ট্রের ক্রমউন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করতে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি করোনা মহামারিতে সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং টিকাগ্রহণ করে নিজে ও অন্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ২০০জন অসহায় দরিদ্রদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়।

১৮ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলন

চসিকের একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন ভূমিমন্ত্রী জাবেদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সহায়তায় ২০ ফেব্রুয়ারি রোববার থেকে শুরু হতে যাওয়া এবারের অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করবেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এমপি। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। নগরীর আউটার স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে বই মেলার কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মেলার সার্বিক প্রস্তুতি জানাতে আগামী ১৮ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকাল ১১টায় আউটার স্টেডিয়ামস্থ জিমনেসিয়াম মাঠের বইমেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে টাইগারপাস কর্পোরেশনের অফিসের কনফারেন্স রুমে বইমেলার প্রস্তুতি সভায় এসব তথ্য জানা যায়।
শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আবদুস সবুর লিটন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, সুদীপ বসাক, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজাউল বারী ভূইয়া, মোরশেদুল আলম চৌধুরী, ইকবার হাসান, সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদের সভাপতি ও বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, সাইফুদ্দিন আহমদ সাকী, আবদুল হালিম দোভাষ, কবি ওমর কায়সার, সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন শ্যামল, শামসুদ্দীন শিশির, গোফরান উদ্দিন টিটু, আ ফ ম মোদাচ্ছের আলী, মো. আবু তালেব বেলাল, রেহানা চৌধুরী, শিল্পী দীপেন চৌধুরী, অরুন শী, নজরুল ইসলাম, মোস্তাফিজ,আইয়ুব সৈয়দ, জয়নুদ্দীন জয়, মাসুদ বকুল, ফারুক হাসান।
মেলায় ঢাকা-চট্টগ্রামের স্বনামধন্য প্রকাশকের অংশগ্রহণে ১২০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণে লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের জন্য আড্ডার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থাকবে শিশু কর্ণার। দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে থাকবে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম। মেলা চলাকালীন ও বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য রাখা হয়েছে লেখক কর্ণার। উল্লেখ এবারের বইমেলা ২০ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১০মার্চ পর্যন্ত চলবে।

সভায় ভারপ্রাপ্ত মেয়র বলেন, একুশের বইমেলা আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছে। ফেব্রুয়ারি মাস বাঙালির আবেগ, অনুভূতি, লড়াই সংগ্রামের একটি অংশ। তাই ভাষার এই মাসে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত অমর একুশের বইমেলা লেখক, প্রকাশক, কবি, সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের মানুষের মেলবন্ধনে সফল হবে এটাই আমার প্রত্যাশা। তিনি মেলাকে সার্বিকভাবে সফল করতে যতধরণের সহযোগিতা লাগে তা করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

সাইনবোর্ড বাংলা না লেখায় ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করায় ১৭প্রতিষ্ঠানকে ৪৭হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীর পোর্ট কানেকটিং রোড ও বায়েজিদ বোস্তামী রোডে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে নির্দেশনা মোতাবেক সাইনবোর্ডে বাংলা না লেখায় নগরীর পোর্ট কানেকটিং রোডের বে লিফ রেস্টুরেন্টকে ৫হাজার, কে বেকারীকে ২হাজার, এপেক্স শোরুমকে ৫হাজার, বাইব্রেন্টকে ৩হাজার, জেন্টল পার্ককে ৫হাজার, ব্লু মুনকে ৩ হাজার, হোলোল্যান্ডকে ২হাজার, বাটা শোরুমকে ২হাজার ও রিগ্যাল এম্পোরিয়ামকে ৫হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অপর অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে বায়েজিদ বোস্তামী রোডের ৭দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলার রুজু পূর্বক ১০হাজার টাকা এবং একই সাথে নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এর দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশন আইনে করা মামলায় ৫হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগনকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩